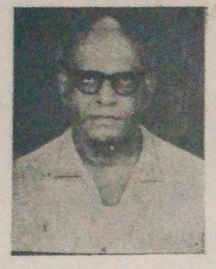

শ্রমিক স্বার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণ
আমরণ একটি সংগ্রামী সত্তা

বিশ্বনাথ দুবে

জন্ম : ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯১৪

মৃত্যু : ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

"বিশ্বনাথ দুবে মেমোরিয়াল কমিটি"

দুবেজীর জীবন পঞ্জী

১৯৩০-৩১ : মহাত্মাগান্ধী আহূত আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ।

১৯৩৩-৩৪ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম এ পাশ ও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেদান্ত শাস্ত্রে স্নাতোকত্তর আচার্য্য উপাধি লাভ।

কলিকাতায় খিদিরপুরে ডক শ্রমিকদের সংগঠিত ও লেবার পার্টি এবং ডক মজদুর ইউনিয়ন গঠন। তাঁর আহ্বানে টানা ২১দিন ঐতিহাসিক ডক শ্রমিক ধর্মঘটে কলিকাতা পোর্ট সম্পূর্ণ অচল হয়। এই সাফল্যের ফলে সারা ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিরাট গতিশীলতা সৃষ্টি করে।

১৯৩৬-৩৭ : সারাভারত ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা ও সারা ভারতে আন্দামান বন্দীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা করেন। রবীঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধী এতে বিশেষ ভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এই সময়ের মধ্যে লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত কিষাণ সভা স্থাপনে অন্যতম ভাবে অংশ গ্রহণ ও প্রগতি-শীল লেখক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩৯ : ভারতীয় বলসেভিক পার্টি প্রতিষ্ঠা।

সম্পাদকের পদে : নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রথম সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ ও স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর প্রতিষ্ঠীত সারা ভারত কিষাণ সভার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন।

১৯৪০ : রামগড় কংগ্রেসে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আপোষ বিরোধী শিবিরে যোগদান, যার ফলে বৃটিশ সরকার দুবেজীকে কলিকাতা এবং তৎসংলগ্ন শ্রমিক এলাকা থেকে বহিস্কার করেন।

১৯৪৬ : বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে শত শত ছাঁটাই শ্রমিকদের রক্ষা ও স্থায়ীপদে অধিষ্ঠিত করেন।

ডক কর্মীদের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে সার্থক ভাবে শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে সরকারকে—(১) ডক ওয়ার্কাস রেগুলেশন অব এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাক্ট ১৯৪৮ প্রবর্তন করতে বাধ্য করেন। (২) কলিকাতা ডক ওয়াকার্স রেগুলেশন অব এমপ্লয়মেণ্ট স্কীম ১৯৫১ ও ১৯৫৬ (৩) নথি বহির্ভূত ডক শ্রমিক নিয়োগের রেগুলেশন স্কীম প্রভৃতি পাশ করান। শ্রমিকের স্বার্থে দুবেজীর তীব্র সংগ্রামে সরকার বাধ্য হয়েছিলেন—বশিষ্ঠ কমিটি, চৌধুরী কমিশন, মেহেতা কমিশন গঠন করতে।

১৯৫২ : পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দান।

১৯৫৩ : কলিকাতা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। চীন বিপ্লবের পর ৺টি, পরমানন্দ ও ৺শিবনাথ ব্যানার্জি সহ ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে চীনা পরিদর্শনে যান, চীন সরকারের আমন্ত্রণে।

১৯৫৪ : শিক্ষক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৫৫ : অল ইণ্ডিয়া পোর্ট এণ্ড ডক ওয়ার্কাস ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে গোয়া ও পর্তুগীজ কলোনীগুলির বিরুদ্ধে সাফল্যজনকভাবে অর্থনৈতিক প্রতিরোধ গড়েন।

১৯৬১ : সোভিয়েট রাশিয়ার অল ইউনিয়ন সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নের আমন্ত্রণে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতা হিসাবে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র পরিদর্শনে প্রতিনিধিত্ব করেন।

সাধারণ সম্পাদক : কলিকাতা ডক মজদুর ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ ডক মজদুর ইউনিয়ন।

সম্পাদক : লেবার পার্টি অব ইণ্ডিয়া ; প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এসো-শিয়েশন ; এ, আই, টি, ইউ, সি ও বি, পি, টি, ইউ, সি।

প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্য : কলিকাতা ডক লেবার বোর্ড ; ইউ, টি, ইউ, সি (বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট) ; ইউ, টি, ইউ, সি (লেনিন সরণী)।

সভাপতি : বঙ্গীয় প্রাদেশিক চটকল মজদুর ইউনিয়ন ; ক্রান্তিয় সুতাকল মজদুর ইউনিয়ন ; গৌরীপুর পাওয়ার হাউজ মজদুর ইউনিয়ন ; এসোশিয়েটেড ব্যাটারী মেকার্স ইষ্টার্ণ এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন (এক্সাইড ব্যাটারী, শ্যামনগর) রেফ্রিজারেটর্স (ইণ্ডিয়া) এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন।

সহ সভাপতি : অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লেবার অর্গানাইজেশন, অল ইণ্ডিয়া ট্রেইন্ এক্সজামিনারস ওয়েলফেয়ার কমিটি, অল ইণ্ডিয়া রানিং ষ্টাফ্ কাউন্সিল।

১৯৬৭ : প্রথম শ্রমিক জাতীয় কমিশনে ইফিটর মাধ্যমে প্রশ্নাবলীর উত্তর দান করেছিলেন যা তাঁর শেষ জীবনের বিরল কীর্তি স্বরূপ বিদ্যমান।

মেহনতী মানুষের ও সর্বহারাদের সেবায় নিবেদিত সংগ্রামী এই মহান নেতার ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭তে দেহাবসান ঘটে।

।। অনুষ্ঠান সূচী ।।

সভাপতি : *শ্রীপ্রশান্ত দাশগুপ্ত*
(সাধারণ সম্পাদক সারাভারত টি. ইউ. সি. সি ও চেয়ারম্যান সি. এম. সি)

বক্তা : বিভিন্ন রাজনৈতিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : *'হেমন্ত বসু স্মৃতি সাংস্কৃতি চক্রে'র* শিল্পীবৃন্দ পরিচালনায়—*সুমন্ত সারেঙ্গী*

ও *'গুঞ্জনে'র* শিল্পীবৃন্দ পরিচালনায়—
শ্রীরবি বন্দ্যোপাধ্যায়।